মুহাম্মদ রুহুল কাদের
সহকারী অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ
বেপজা পাবলিক স্কুল ও কলেজ চট্টগ্রাম

উদ্দীপক ২১

মিছিলটা তখন মেডিকেলের গেট পেরিয়ে কার্জন হলের কাছাকাছি এসে গেছে । তিনজন আমরা পাশাপাশি হাঁটছিলাম। রাহাত স্লোগান দিচ্ছিল। আর তপুর হাতে ছিল একটা মস্ত প্ল্যাকার্ড। তার ওপর লাল কালিতে লেখা ছিল , রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। মিছিলটা হাইকোর্টের মোড়ে পৌঁছতে অকস্মাৎ আমাদের সামনের লোকগুলো চিৎকার করে পালাতে লাগল চারপাশে। । ব্যাপারটা কীরবুঝবার আগেই চেয়ে দেখি , প্ল্যাকার্ডসহ মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে তপু। কপোলের ঠিক মাঝখানটায় গ্লে একটা গর্ত। সে গর্ত দিয়ে রক্ত ঝরছে তার।

ক) বঙ্গবন্ধু কখন ফরিদপুর পৌঁছেছিলেন?
খ) ...... অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে যদি মরতে পারি; সে মরাতেও শান্তি আছে। লেখক এ কথা বলেছিলেন কেন?
গ) উদ্দীপকের সাথে পাঠ্য বইয়ের `বায়ান্নর দিনগুলো` শীর্ষক আত্মজীবনীমূলক রচনার পটভূমিগত অভিন্নতা রয়েছে।--মন্তব্যটি যাচাই করো।

নমুনা উত্তর ক ও খ
গ ও ঘ সাংকেতিক

ক) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাত চারটায় ফরিদপুর পৌঁছেছিলেন।

খ) পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে গিয়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতার রূপকার। আজীবন তিনি নির্ভীক সাহসী। জীবনে বহুবার তাঁকে কারাবরণ করতে হয়েছে । ১৯৫২ সালে শাসকগোষ্ঠীর অপশাসন এবং রাজবন্দিদের বিনাবিচারে বছরের পর বছর কারাগারে আটক রাখার প্রতিবাদে তিনি অনশন ধর্মঘট করেন। এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে যদি তাঁর মৃত্যু হয় তবে সেউ মৃত্যুও তাঁর কাছে অনেক শান্তির।

গ) পাঠ্য বইয়ের "বায়ান্নর দিনগুলো"শীর্ষক আত্মজীবনীমূলক রচনার সাথে উদ্দীপকের পটভূমিগত অভিন্নতা রয়েছে।

বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে বাঙালি বীর সন্তানেরা ঢাকার রাজপথে নামেন এবং পাকিস্তানি শাষকগোষ্ঠীর গুলিতে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ নাম না জানা আরো অনেকে শহিদ হন।

উদ্দীপকের পটভূমি ও বায়ান্নর দিনগুলো রচনার পটভূমি একই। উদ্দীপকের তপু , রাহাত এবয় গল্প কথক সবাই ভাষার জন্য রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে রাজপথে আন্দোলনে নামেন। সেই সিছিলে গুলিবর্ষণ হলে তপু শহিদ হন। এ খবর বঙ্গবন্ধু জেলে বসেই পান। তিনি যথেষ্ট উদ্বিগ্নও হন তাই দেশের অবস্থা রাজনীতি ও সংগ্রামের কথা তুলে ধরেছেন অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে এভাবে উদ্দীপক ও বায়ান্নর দিনগুলো রচনার সাথে পটভূমিগত অভিন্নতা রয়েছে।

ঘ) উদ্দীপকে গল্পকথকের জবানিতে বর্ণিত মহান একুশের ভাষাচিত্রটির সাথে "বায়ান্নর দিনগুলো" রচনাটির

কথক ও কাহিনির ভিন্নতাও রয়েছে।--মন্তব্যটি যথার্থ।

একুশে ফেব্রুয়ারিতে ছাত্রজনতার মিছিলে পুলিশ গুলিবর্ষণ করে। এতে সালাম রফিক বরকত জব্বারসহ অনেকে শহিদ হন। অন্যদিকে রাজবন্দিদের মুক্তির দাবিতে অনশনরত অবস্থা , এবং স্ত্রী সন্তানদের কথা তুলে ধরেছেন স্মৃতির ডায়রিতে ।

বায়ান্নর দিনগুলো রচনায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জেলজীবন ও জেল থেকে মুক্তি লাভের স্মৃতি বিবৃত হয়েছে। অন্যদিকে উদ্দীপকে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের কথা প্রকাশ পেয়েছে এবং গল্পকথকের জবানিতে ফুটে উঠেছে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে ছাত্র জনতার মিছিল, যে মিছিলে পুলিশের গুলিবর্ষণ ও তাঁর বন্ধু তপুর মৃত্যুর কথা।

মূলত উদ্দীপকে কেবল ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারির দিন ভাষার দাবিতে আন্দোলনরত ছাত্র জনতার কথা এবং পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর গুলিবর্ষণের কথা বিবৃত হয়েছে। অন্যদিকে "বায়ান্নর দিনগুলো" রচনায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিজে বর্ণনা করেছেন দেশের তৎকালীন অবস্থা, নেতাদের দৃঢ়তা পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অপশাসন ইত্যাদির কথা। তাই প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

উদ্দীপক ২২

নদী কভু পান নাহি করে নিজ জল
তরুগণ নাহি খায় নিজ নিজ ফল
গাভী কভু নাহি করে নিজ দুগ্ধ পান
কাষ্ঠ দগ্ধ হয়ে করে পরে অন্নদান
সববর্ণ করে নিজ রূপে অপরে শোভিত
বংশী করে নিজ স্বরে অপরে মোহিত

ক) গোপন ও নীরব সাধনা কোথায় অভ্যিক্ত?
খ) নীরব ভাষায় বৃক্ষ কীভাবে আমাদের সার্থকতার গান শোনায়?-- ব্যাখ্যা করো।
গ) উদ্দীপকের সাথে "জীবন ও বৃক্ষ " প্রবন্ধের কোন দিকটির সাদৃশ্য রয়েছে ? তা আলোচনা করো।
ঘ) `পরার্থেই জীবনের সার্থকতা ` -- মন্তব্যটি উদ্দীপক এবং "জীবন ও বৃক্ষ"প্রবন্ধের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

নমুনা উত্তর ক ও খ
গ ও ঘ সাংকেতিক

ক) গোপন ও নীরব সাধনা বৃক্ষেই অভিব্যক্ত

খ) বৃক্ষ নীরব ভাষায় পরার্থে আত্মনিবেদনের মধ্য দিয়ে আমাদের সার্থকতার গান শোনায়।

অপরের কল্যাণে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়াই বৃক্ষের সার্থকতা। বৃক্ষের সার্থকতা আমরা চোখে দেখতে পাই না, এটা আমাদের উপলব্ধি করতে হয়। পরিশুদ্ধ চিত্তে গভীর সংবেদনশীলতার সাথে বৃক্ষ যে অপরের কল্যাণে আত্মনিবেদিত তা আমাদের উপলব্ধি করতে হয়। আর এভাবেই বৃক্ষ নিঃসার্থ নীরব ভাষায় আমাদের সার্থকতার গান শোনায়।

গ) "জীবন ও বৃক্ষ" প্রবন্ধে লেখক পরার্থে আত্মনিবেদিত মহৎ প্রাণের কথা বলেছেন, যা উদ্দীপকের কবিতাংশে

উঠে এসেছে।

ামানব জীবনের সার্থকতা তখনই মেলে যখন মানুষ জীবনবোধ ও মূল্যবোধ পরিপূর্ণ হতে পারে। তার সেই বিকশিত জীবন একমাত্র পরার্থে নিবেদিত বৃক্ষকে অনুসরণ করলেই পাওয়া সম্ভব বলে লেখক মনে করেন।

আলোচ্য প্রবন্ধে লেখক পরার্থে নিবেদিত বৃক্ষের জীবন সাধনা মানব জীবনে প্রত্যাশা করেন, উদ্দীপকেও কবি সেই পরার্থে নিবেদিত মহৎ মহৎ সব প্রাণের কথা বলেছেন, যা উদ্দীপককে আলোচ্য প্রবন্ধের সাথে সাদৃশ্য করেছে।

ঘ) জীবন ও বৃক্ষ প্রবন্ধের মূল বক্তব্য বৃক্ষের বিকশিত হয়ে ওঠার নীরব সাধনা ও ত্যাগের দিকটি উদ্দীপকেও উপস্থিত কারণ পরার্থে জীবনের সার্থকতা নিহিত।

বৃক্ষের ধর্ম ফুলে ফলে পরিপূর্ণ হয়ে অপরের কল্যাণ সাধন। বৃক্ষের মতো এমন প্রেম সৌন্দর্য ও মেধায় বিকশিত হতে পারলেই বিবেকবান পরিপূর্ণ একজন সার্থক মানুষ হওয়া যায়।

প্রকৃতিতে যা কিছু মহৎ প্রাণ তারা শুধু দিতেই জানে। ত্যাগের মাঝেই তারা খুঁজে পায় জীবনের সার্থকতা। জীবন ও বৃক্ষ প্রবন্ধের লেখতের বক্তব্যকেই উদ্দীপকে তুলে ধরা হয়েছে। উদ্দীপকেও পরার্থে নিবেদিত মহৎ প্রাণের কথা বলা হয়েছে।

প্রবন্ধে দেখতে পাই স্বল্পপ্রাণ স্থূলবুদ্ধি ও জবরদস্তি প্রিয় মানুষে সংসার পরিপূর্ণ। অথচ সংসারকে সুন্দর ও সার্থক করতে সূক্ষ্মবুদ্ধি উদার হৃদয় গভীর চিত্ত মানুষের প্রয়োজন। আর সেই মানুষ গড়ার সহৎ পওত্যাশা থেকে প্রাবন্ধিক বৃক্ষের জীবনকে দৃষ্টান্ত হিসেবে পেয়েছেন। তাই উদ্দীপক এবং জীবন ও বৃক্ষ প্রবন্ধের আলোকে মন্তব্য করা যায় " পরার্থেই জীবনের সার্থকতা"।

উদ্দীপক ২৩

আবদুল করিম গ্রামের আদর্শ কৃষক দুচার গাঁয়ের মানুষ তাঁকে একনামে চেনে । তিনি সমন্বিত পদ্ধতিতে চাষ করে অল্প স্থানে অধিক উৎপাদনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে কৃষিক্ষেত্রে অনেক বড় সাফল্য অর্জন করেন । সরকারি বেসরকারি পুরস্কারও পান। সরকারি ব্যবস্থাপনায় বিদেশ ভ্রমণে গিয়ে দেখেন তিনি সেখানে শীতকালীন ফসল ফলানো হচ্ছে গ্রীষ্মকালে। তিনি উপলব্ধি করেন যে তিনি কৃষির অনেক কিছু জানলেও আবার বহুকিছু জানেন না।

ক) ঐকতান কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত?
খ) কবির মতে গানের পসরা ব্যর্থ হয় কেন?
গ) উদ্দীপকের সাথে ঐকতান কবিতার কী বৈসাদৃশ্য ও সাদৃশ্য আছে লেখো।
ঘ) উদ্দীপকের আবদুল করিম ও ঐকতান কবিতার কবির উপলব্ধি একই-- ব্যাখ্যা করো।

নমুনা উত্তর ক ও খ
গ ও ঘ সাংকেতিক

ক) ঐকতান কবিতাটি প্রবহমান অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত।

খ) জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন কৃত্রিম সাহিত্য নিঃসন্দেহে ব্যর্থ।

ঐকতান কবিতায় জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন সাহিত্য সৃষ্টিকে কৃত্রিম বলে অভিহিত করা হয়েছে। কবির মতে

-- সাহিত্য হোক বা গান জীবনের সঙ্গে জীবনের সংযোগ সাধন করতে না পারলে তা প্রকৃত সাহিত্য নয়। এমন ধরণের কৃত্রিমতা দোষে দুষ্ট সাহিত্য লক্ষ্যহীন সৃষ্টি। আর কৃত্রিমতার জন্য গানের পসরা ব্যর্থ হয় বলে কবি কবিতায় উল্লেখ করেছেন।

গ) উদ্দীপকের সাথে ঐকতান কবিতার সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য দুই বিদ্যমান প্রেক্ষাপটের দিক থেকে।

ঐকতান কবিতায় স্থিতপ্রাজ্ঞ কবির আত্মসমালোচনা বিধৃত। কবি হিসেবে নিজের অপূর্ণতার সহজ সুন্দর স্বীকারোক্তির প্রকাশ ঘটেছে।

জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে কবি অনুভব করেন নিজের ব্যর্থতার স্বরূপ। উদ্দীপকে রয়েছে এক কৃষকের কৃষিক্ষেত্রের সকল দিক না জানা নিয়ে অপূর্ণতা ও হতাশার সাধরিণ এক দিক। অন্যদিকে আলোচ্য কবিতায় বিশ্বজুড়ে সমাদৃত কবির কবিতাঙ্গনে নিজের অপূর্ণতার গভীর দিক ব্যঞ্জিত। উদ্দীপক ও কবিতাটির মাঝে সাদৃশ্য বিদ্যমান।

ঘ) উদ্দীপকের আবদুল করিম ও ঐকতান কবিতার কবি উভয়কেই অপূর্ণতার অনুভূতিতে তাড়িয়েছে।

ঐকতান কবিতার কবি জীবন সায়াহ্নে এসে কবি হিসেবে নিজের অপূর্ণতার কথা প্রকাশ করেছেন অকপটে। অনুভব করেছেন নিজের অকিঞ্চিৎকরতা ও ব্যর্থতার স্বরূপ।

আবুল করিম একজন আদর্শ কৃষক হিসেবে সমাদৃত   উদ্দীপকে তাই উল্লেখিত। কৃষিক্ষেত্রে বড়ধরণের সফলতা তাঁর রয়েছে। কিন্তু বিদেশ ভ্রমণের পর বুঝতে পারেন সেখানকার কৃষকদের চেয়ে তাঁর জানার পরিধি অনেক কম। এদিকে ঐকতান কবিতার কবি বিশ্বজুড়ে সমাদৃত হলেও তিনি সকল মানুষের হৃদয়ে প্রবেশ করতে পারেননি।

প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ ভিন্ন হলেও করিম ও কবির অনুভূতি প্রায় একই। নিজ নিজ অঙ্গনে সফলতা পেলেও নিজেদের সীমাবদ্ধতার কথা বুঝতে পেরে কাতর হয়েছেন । কবি বুঝলেন পৃথিবীর অনেক কিছুই তাঁর অজানা ও অদেখা। বিশ্বের বিশাল আয়োজন অথচ তাঁর মন পড়েছিল ছোট এক কোণ। ভাবের দিক থেকে উদ্দীপকের প্রেক্ষাপট সাধারণ ও ক্ষুদ্র, অন্যদিকে কবিতার প্রেক্ষাপট গভীর ও ব্যাপক । কিন্তু অপূর্ণতার উপলব্ধিতে দুজনের ক্ষেত্র একই।

উদ্দীপক ২৪

আমার আনন্দ সীমার তারে সুর ওঠে ঐকতান
লালসবুজের মানচিত্রে জ্বলজ্বল করছে
নীরব অথচ সরব শব্দ ও ছবির নন্দনে মারে
হেইয়া হো! হেইয়া হো টান!

ক) যুগাবতার অর্থ কী?
খ) এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোনো মন্দির -কাবা নাই ` কেন?
গ) উদ্দীপকে বর্ণিত " সাম্যবাদী" কবিতার যে দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা করো।
ঘ) উদ্দীপকটিতে "সাম্যবাদী" কবিতার খণ্ডাংশ পরিচয় বহন করে -- বিশ্লেষণ করো।

নমুনা উত্তর ক ও খ
গ ও ঘ সাংকেতিক

ক) যুগাবতার অর্থ হল বিভিন্ন যুগে অবতীর্ণ মহাপুরুষ

খ) আলোচ্য পঙক্তিটির মাধ্যমে লেখক মানুষের অন্তর-ধর্মের ওপর জোর দিয়েছেন।

ধর্মগ্রন্থ পড়ে মানুষ যে জ্ঞান অর্জন করে, তাকে যথোপযুক্তভাবে উপলব্ধি করতে হলে প্রয়োজন প্রগাঢ় মানবিকতাবোধ। এ বোধ না থাকলে মানুষ সাম্প্রদায়িকতার চোরাবালিতে ডুবে যাবে। মানুষকে উপলব্ধি করতে হবে য, `মানুষ`হওয়াটাই   মানুষের সবচেয়ে বড় পরিচয়। মানুষ যদি তার হৃদয়ের সত্য ও মানবিকতাকে ধারণ করে তবে তা হবে মন্দির-মসজিদের মতোই পবিত্র।

গ) উদ্দীপকে লালসবুজের মানচিত্রে ঐকতান সুরে আনন্দ ধারা বয়ে চলে তা সরব শব্দ ও প্রকৃতির ছবিতে প্রতিফলিত তা উচ্চারিত।

সাম্যবাদী কবিতায় বৈষম্যহীন অসাম্প্রদায়িক মানব সমাজ গঠনের প্রত্যাশা ব্যক্ত হয়েছে। কবি সাম্যের গান গেয়েই গেটা মানব সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করতে আগ্রহী ।

উদ্দীপকে বর্ণিত কবিতার চরণে লালসবুজের মানচিত্রে প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ মনের আনন্দে গেয়ে ওঠে মাঝির টান হেইয়া হো হেইয়া হো টান! সাম্যবাদ আর মাঝির হেইয়া হো যেন একাকার চিত্র।

ঘ) বাংলাদেশ একটি সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত সুন্দর দেশ। মাঝি মাল্লারা আনন্দে আত্মহারা স্বল্প কিছুতেই ওরা সুর তোলে লালসবুজের আকাশে।

সাম্যবাদী কবিতায় কবি মানুষের হৃদয়ের চেয়ে বড় কোন তীর্থ নেই এ কথাটি সুসাপষ্ট করেছেন।ধর্ম বর্ণ গোষ্ঠীর দোহাই দিয়ে মানুষকে পরস্পর থেকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে । কবি কাজী নজরুল ইসলাম জোর দেন অন্তর ধর্মের উপর।

মানবতার সুবাস ছড়ানো আত্মার উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে এই জীবনকে পবিত্রতম করে তোলা সম্ভব , এই মৌলবাণীকে সকলের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়াই কবিতায় কবি নজরুলের অন্বিষ্ট। নজরুলের আদর্শ আজও প্রতিটি সত্যিকার মানুষের জীবন পথের প্রেরণা।

উদ্দীপকে বর্ণিত বাংলা ও বাঙালি মানস সরোবরে প্রকৃতির সৌন্দর্য যেন বিমুগ্ধ আনন্দ পতপত করে ওড়া মানচিত্রের অপরূপ ছবি। আর কবিতায় উচ্চারিত মানুষে মানুষে সাম্যবাদ প্রচার ও ধারণ তাই বলতে পারি উদ্দীপক ও কবিতার মাঝে সাদৃশ্য খণ্ডাংশও অনুসৃত হয়নি।উদ্দীপকে মানুষের বানন্দ প্রকাশ পেয়েছে লালসবুজের অপরূপে আর কবিতায় উঠে এসেছে হৃদয়- চেতনার উজ্জ্বীবন।

উদ্দীপক ২৫

আমার স্বপ্নে সাজানো শিশির রেণু
বড় হয়েছিল এক গ্রামীণ কুটিরে
ভালবাসার স্পন্দনে মায়াময়ী মোহনীয়তায়!
যতোন রেখেছিলাম বহু শতাব্দীর স্বর
আজ অবেলা আর অসময়ের নিষ্পেষণে
শিশির শুকিয়ে যায়
স্বসমাজ ও সমান্তরাল চাপ ও উত্তাপে।

ক) শঙ্খমালা কে?
খ) "শঙ্খমালা কেন নীল বাংলার ঘাস আর ধানের ভিতর জন্মেছে?"
গ) আমার স্বপ্নে সাজানো শিশির রেণুর সাথে শঙ্খমালার সাদৃশ্য দেখাও।
ঘ) উদ্দীপকটি "এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে" কবিতার সমগ্রভাব ধারণ করেনি" -- বিশ্লেষণ করো।

নমুনা উত্তর ক ও খ
গ ও ঘ সাংকেতিক

ক) শঙ্খমালা হলো এক রূপসী নারী।

খ) শঙ্খমালা বিশালাক্ষীর বরে নীল বাংলার ঘাস আর ধানের ভেতরে জন্মেছে ।

শঙ্খমালা এ দেশের নীল সবুজে মেশা বাংলার ভূ-প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে নিদের্শ করে। কবির মতে, এই সৌন্দর্য বিশালাক্ষী দেবীর আশীর্বাদ ছাড়া কারও পক্ষে লাভ করা যায় না। এই দেশ দেবী বিশালাক্ষীর আশীর্বাদপুষ্ট বলেই শঙ্খমালা এদেশে জন্মেছে।

গ) আমার স্বপ্নে সাজানো শিশির রেণুর সাথে শঙ্খমালার সৌন্দর্যের সাদৃশ্য রয়েছে।

বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। এ দেশের ফসলের মাঠের দিকে তাকালে পাকা ফসলের হলুদ শোভায় মন ভরে ওঠে। জন্ম নেয় শঙ্খমালা নামের রূপসী নারীর হলুদ শাড়ির বর্ণশোভা। কবির বিশ্বাস পৃথিবীর অন্য কোথাও শঙ্খমালাদের পাওয়া যাবে না।

উদ্দীপকের শিশির রেণু সৌন্দর্যের মতোই শঙ্খমালার সৌন্দর্যের আবেদনও চিরন্তন। নীল সবুজে মেশা বাংলার ভূ-প্রকৃতির মধ্যে শঙ্খমালা অনুপম সৌন্দর্য সৃষ্টি করে চলেছে। তাই শঙ্খমালা ও শিশির রেণু সৌন্দর্য ছড়ানোর দিক থেকে অভিন্ন।

ঘ) উদ্দীপকটি "এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে" কবিতার সমগ্রভাব ধারণ করেনি। উক্তিটি যৌক্তিক।

"এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে" কবিতায় দেশপ্রেম , প্রকৃতির সৌন্দর্য বর্ণনা এবং নিজ দেশকে শ্রেষ্ঠ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। প্রকৃতির সৌন্দর্যের এমন লীলাভূমি পৃথিবীর আর কোথাও নেই।

অসংখ্য বৃক্ষ, গুল্ম ছড়িয়ে আছে এদেশের জনপদে, অরণ্যে। উদ্দীপকের কবি গ্রামীণ সৌন্দর্যের পরশ উপলব্ধি করেছেন শৈশব থেকে। সবুজে কাননে, পুষ্প পল্লবে যে শৈশব ,রঙিন হয়েছিল আজ তা সময়ের পরিক্রমায় ধূসর।

কবিতায় বাংলার বিভিন্ন প্রকারের গাছপালার বর্ণনা , ভোরের মেঘাচ্ছন্ন আকাশে সূর্যের অস্পষ্ট আভা,ঘাস গোধূলি আকাশের হলুদাভ মেঘের অনির্বচনীয় রূপ, বিশালাক্ষী দেবীর বরে স্বদেশকে শঙ্খমালা নামে কাল্পনিক প্রিয়া হিসেবে আখ্যায়িত করা ইত্যাদি বিষয় প্রতিফলিত হয়েছে,যেগুলো উদ্দীপকে অনুপস্থিত। তাই প্রশ্নের মন্তব্যটি যথার্থ।

#লেখস্বত্ব_রুহু_রুহেল
#সাতাশ_জুলাই_২০২০
#প্রয়োজনে_০১৭১২৬১৮১৬৯